রাজমিস্ত্রি ও রডমিস্ত্রি

সহজ যে কাজ শিখতে পারি

গণসাক্ষরতা অভিযান

দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭

উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা পরিচালনা
প্রাথমিক সম্পাদনা ও সমন্বয়
তপন কুমার দাশ
আবু রেজা

প্রকাশকাল
জুন ২০১৫

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
এম. এ. মান্নান

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
মোঃ শামছুল আলম

অক্ষর বিন্যাস
মোকছেদুর রহমান জুয়েল

মুদ্রণ
এভারগ্রীন প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

European Union

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে প্রকাশিত

রাজমিস্ত্রি ও রডমিস্ত্রি

সহজ যে কাজ শিখতে পারি

উপকরণ উন্নয়ন

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

জাহিদা মুস্তারী
সিনিয়র ম্যাটেরিয়াল ডেভেলপমেন্ট অফিসার, আরডিআরএস বাংলাদেশ

আল্ মাহবুব চৌধুরী
টেকনিক্যাল ম্যানেজার, কেয়ার বাংলাদেশ

কারিগরি সম্পাদনা

প্রকৌশলী আবদুস সালাম
প্রিন্সিপাল রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

ভাষা সম্পাদনা

অধ্যাপক শফি আহমেদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জেন্ডার সংবেদনশীলতা পর্যালোচনা

সানাইয়া ফাহীম আনসারী
উর্ধ্বতন উপ-পরিচালক, জেন্ডার এন্ড সোশ্যাল জাস্টিস ইউনিট
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

গণসাক্ষরতা অভিযান

সূচিপত্র

- শুরুর কথা ৩
- রাজমিস্ত্রি ও রডমিস্ত্রির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ৪
- নকশা বিষয়ক ধারণা ৭
- লে-আউট ১০
- মসলা তৈরি ১১
- ব্রীক সোলিং ১১
- ব্রীক ওয়ার্ক বা ইটের গাঁথুনি ১২
- সাটারিং ১৩
- ব্লক ও কভারিং ১৩
- প্লাস্টার ১৪
- কিউরিং ১৪
- রডের কাজ সম্পর্কিত ধারণা ১৫
- রড সোজা করা, কাটা ও বাঁকা করা ১৫
- কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ১৬

শুরুর কথা

বাংলাদেশে বাস করে অনেক মানুষ। দিন দিন মানুষের সংখ্যা আরও বাড়ছে। কাজের আশায় মানুষ আসছে শহরে। কিন্তু শহরে সবাই ভালো কাজ পায় না। কেউ চালায় রিকশা, কেউ দিনমজুর। তবে কাজের দক্ষতা থাকলে ভালো কাজ পাওয়া যায়। ভালো কাজে মজুরিও বেশি।

দালান নির্মাণ কাজ সবার জন্য ভালো কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে মজুরিও বেশি, আবার কাজের সুযোগও বেশি। এ কাজে প্রতিদিন সাতশ' থেকে আটশ' টাকা পর্যন্ত আয় করা যায়। কিন্তু এর জন্য থাকতে হবে রাজমিস্ত্রি ও রডমিস্ত্রির কাজের ধারণা। মিস্ত্রির কাজের প্রাথমিক ধারণা থাকলে তাড়াতাড়ি দক্ষ মিস্ত্রি হওয়া যাবে।

আজকাল শুধু শহরে নয়, গ্রামেও দালান বাড়ি তৈরির চাহিদা বাড়ছে। তাই অলস বেকার থাকা নয়, নয় পরিবারের বোঝা হওয়া। রাজমিস্ত্রি ও রডমিস্ত্রির কাজের প্রাথমিক ধারণা আমাদের থাকতে হবে। তারপর ওস্তাদ মিস্ত্রির সঙ্গে কাজ করে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। যা ভালো কাজ পেতে সহযোগিতা করবে। আমরা দক্ষ মিস্ত্রি হতে পারলে মজুরিও বেশি পাব।

রাজমিস্ত্রি ও রডমিস্ত্রির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

যন্ত্রপাতির ধারণা থাকলে রাজমিস্ত্রির কাজ সহজ হয়। রাজমিস্ত্রির কাজ শেখার জন্য আমাদের এসব ধারণা থাকা প্রয়োজন। তবে একাজে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তা কমবেশি সবাই চিনি। আমাদের সাংসারিক কাজে অনেক সময় এসব যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র ব্যবহার করি। যেমন : কোদাল, শাবল, কড়াই, বালতি, বেলচা, হাতুড়ি, বাসুলি, ছেনি, ফিতা, হ্যান্ডেল ইত্যাদি। আবার কিছু জিনিস আছে আমরা হয়তো তার নাম জানি না। যেমন : মাটাম, জুগাল, রড কাটা মেশিন, মিক্সচার মেশিন, ভাইব্রেটর মেশিন, ওলন ইত্যাদি। নিচের ছবিগুলো দেখলে যন্ত্রপাতি চেনা সহজ হবে।

বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি

কাতানি

ফিতা

শাবল

হাতুড়ি

গাঁইতি

বেলচা

কোদাল

মাটাম

হুইল ব্যারো

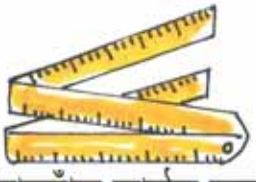

চারভাঁজ কাঠের রুল

চালনি

বাসুলি

কড়াই

বালতি

মগ

পাট্টা

কর্নি

কোল্ড চিজেল

ফিনিশিং কর্নি

স্পিরিট লেভেল

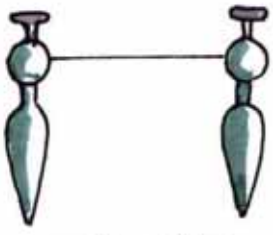

সুতলি ও পিন

বোলস্টার

ওলন

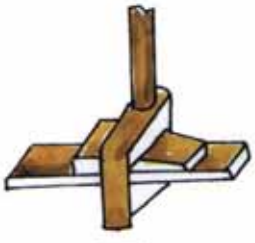

ব্লেড

জমেস্টার

রড কাটা মেশিন

ইট ভাঙার মেশিন

ভাইব্রেটর মেশিন

মিক্সচার মেশিন

মাল তোলার ক্রেন

নকশা বিষয়ক ধারণা

বাড়ির মালিক ভাবেন তার নতুন বাড়ি কেমন হবে। সেই ভাবনা কাগজে আঁকা হয়। আর কাগজে আঁকা বাড়ির চিত্রকে বলা হয় নকশা। বাড়ি তৈরির জায়গার পরিমাপের উপর নির্ভর করে রুমের আয়তন ও সংখ্যা, বাথরুমের আয়তন ও সংখ্যা, রান্নাঘর ও বারান্দা কতটুকু হবে। নকশায় এসবের আয়তন চিহ্নিত করা থাকে। দরজা জানালা কয়টি ও কোনদিকে থাকবে তাও বলা থাকে। পানির লাইন ও বিদ্যুতের লাইন কেমন করে টানা হবে নকশাতে তাও চিহ্নিত করা থাকে। একটি দালান বাড়ির চার ধরনের নকশা থাকে। যেমন-

১. আর্কিটেকচারাল বা স্থাপত্য নকশা

২. কাঠামো নকশা

৩. বৈদ্যুতিক নকশা

৪. স্যানিটারি নকশা

আর রাজমিস্ত্রির কাজের সুবিধার জন্য ওয়ার্কিং নকশা নামে আরেকটি নকশা থাকে। যা দেখে সহজে দালান তৈরির কাজ করা যায়।

১. আর্কিটেকচারাল নকশা

এই নকশায় বাড়ির মালিকের চাহিদা অনুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, আলো-বাতাসের দিক নির্দেশনা ইত্যাদির সঙ্গে সমন্বয় করে বিভিন্ন রুমের আকার, দরজা, জানালার অবস্থান ও আনুষঙ্গিক বিষয় দেখানো হয়। বিশেষ করে যে উদ্দেশ্যে দালানটি তৈরি করা হবে তার কার্যোপযোগিতা প্রাধান্য দিয়ে এ নকশা প্রণয়ন করা হয়। আর্কিটেকচারাল নকশা নির্মাণ কাজের মূল পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে।

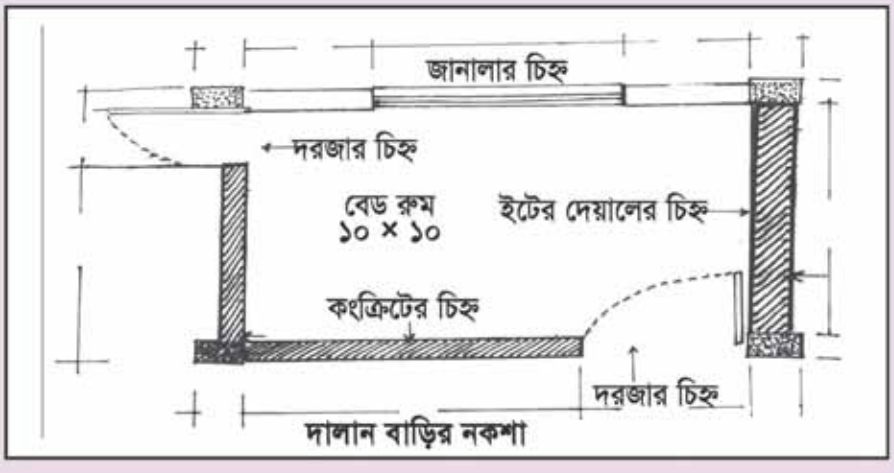

২. কাঠামো নকশা

চূড়ান্তভাবে আর্কিটেকচারাল নকশা তৈরি হওয়ার পর একজন ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে এই নকশা প্রণয়ন করা হয়। এ নকশা প্রণয়নের পূর্বেই মাটির ভারবহন ক্ষমতা বা সয়েল টেস্ট রিপোর্ট প্রয়োজন হয়। ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন থেকে শুরু করে কলাম, বীম, লিনটেল, সানসেড, সিড়িঘর, আন্ডারগ্রাউন্ড পানির ট্যাংক, ফ্লোর স্লাব ইত্যাদির আকৃতি, লোহার পরিমাণ ও বিন্যাসের বিস্তারিত মাপ উল্লেখ থাকে এই নকশায়।

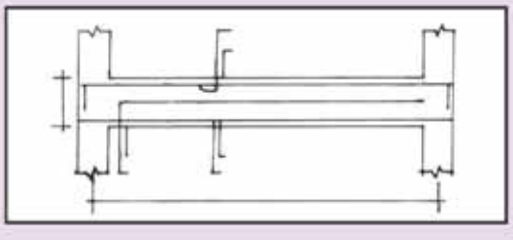

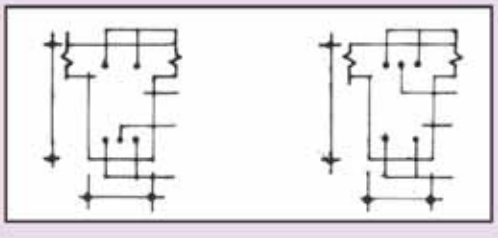

৩. বৈদ্যুতিক নকশা

দালানের ভিতরে এবং বাইরে দরকারের সময় চাহিদা মোতাবেক কৃত্রিম আলো ও বাতাস (লাইট ও ফ্যান) সরবরাহ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে অবকাঠামোগত সুবিধা রাখার প্রয়োজনে এ নকশা প্রণয়ন করা হয়। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার রুমের আকার, রুমটি কী কাজে ব্যবহৃত হবে এবং দরকারি ইলেকট্রিক সরঞ্জামের চাহিদা কী পরিমাণ ইত্যাদি হিসাব করেন। তাপর ইলেকট্রিক তারের মাপ এবং সুইচ, সুইচ বোর্ড, সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, লাইট ও ফ্যান ইত্যাদির অবস্থান উল্লেখ করে পূর্ণাঙ্গ নকশা প্রণয়ন করে থাকেন।

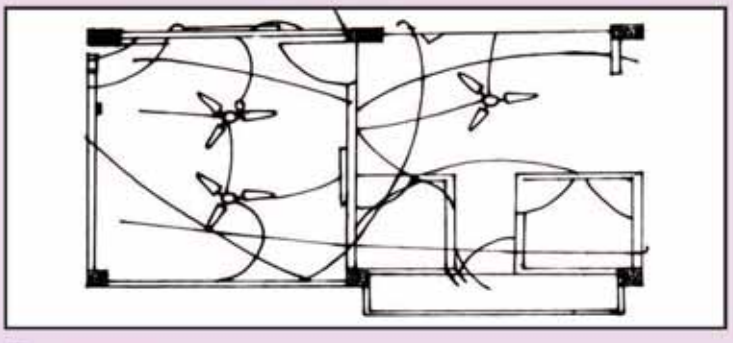

৪. স্যানিটারি নকশা

দালানের রান্নাঘর, প্রসাধন রুম ইত্যাদিতে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন সাইজের পাইপ লাইন নির্মাণ ও এর সাথে সরঞ্জামাদির অবস্থান, উচ্চতা ইত্যাদি উল্লেখ করে স্যানিটারি নকশা প্রণয়ন করতে হয়। এছাড়া দালান ব্যবহারকারীদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক, সোক ওয়েল-এর সাইজ ও অবস্থান এ নকশনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

লে-আউট

আমরা আগের আলোচনায় নকশার কথা জানলাম। সে নকশা দেখে দালান তৈরির ভিত্তি ও কলাম-এর জায়গা ঠিক করা হয়। সুতা টেনে, খুঁটি পুঁতে এই কাজ করা হয়। এই পুরো কাজকে বলে লে-আউট দেওয়া।

আমরা যেভাবে লে-আউট দিতে পারি-

১. বাড়ি তৈরির জায়গা পরিষ্কার করা।
২. বিদ্যুতের খুঁটি, গ্যাস লাইন দেখে নেওয়া।
৩. মোট জায়গা মেপে দেখা।
৪. লাইনের সুতা টানা। সুতার মাথায় বাঁশ বা কাঠের খুঁটি পোঁতা।
৫. লে-আউটের সময় পাশের স্থায়ী স্থাপনা দেখে নির্দেশনা ঠিক করতে হয়।
৬. মাটাম দিয়ে দেখা, সুতার কোনাগুলো ঠিক আছে কি না। প্রতিটি কোনা ভালোভাবে ঠিক করতে হয়।

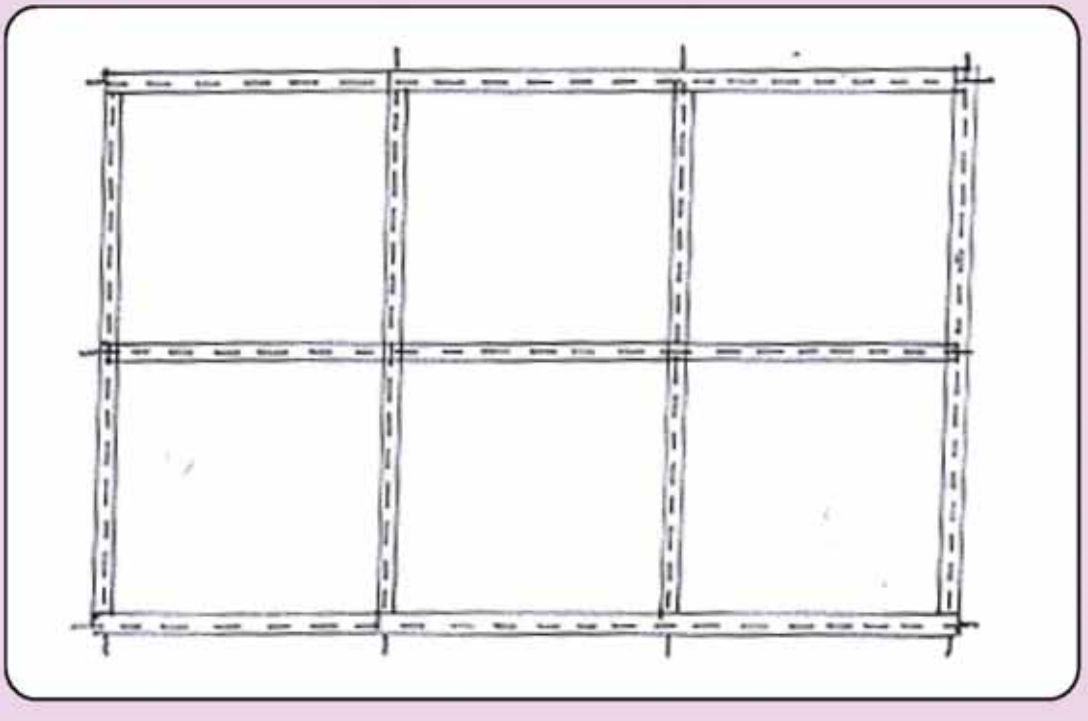

মসলা তৈরি

সিমেন্ট, বালি, খোয়া বা পাথর এবং পানি মিশিয়ে মসলা তৈরি করা হয়। খোয়া বা পাথর সমানভাবে বিছাতে হয়। খোয়ার উপরে সমানভাবে বালি দেওয়া হয়। বালির উপরে সিমেন্ট বিছিয়ে দিয়ে কোদাল দিয়ে তিনটি উপাদান মাখানো হয়। যে পরিমাণ সিমেন্ট দেওয়া হবে তার অর্ধেক পানি দিয়ে মসলা মাখানো হয়। বড় বড় কাজের সময় মেশিন দিয়ে মসলা তৈরি করা হয়। একে বলে মিক্সচার মেশিন। মসলা তৈরিতে খাবার উপযোগী পানি ব্যবহার করতে হয়। মসলা তৈরির আগে খোয়া পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয়। একবার মসলা তৈরি করে এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে।

ব্রীক সোলিং

বাড়ির ভিত্তি দেওয়ার আগে মাটি কেটে সমান করা হয়। দুর্মুজ দিয়ে মাটি পিটিয়ে ভালোভাবে শক্ত করা হয়। এরপর ইট বিছানো হয়। আমাদের এই কাজকে রাজমিস্ত্রির ভাষায় ব্রীক সোলিং বলে।

ব্রীক ওয়ার্ক বা ইটের গাঁথুনি

আমরা ইটের গাঁথুনি দিয়ে দালান বাড়ির দেয়াল তৈরি করি। এই গাঁথুনি ৩, ৫ ও ১০ ইঞ্চির হয়ে থাকে। এই গাঁথুনি দেওয়াকে ব্রীক ওয়ার্ক বলে। ব্রীক ওয়ার্ক করতে হলে যা মনে রাখতে হবে-

১. ইট ব্যবহারের পূর্বে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভেজাতে হয়।

২. ইটের সাইজ সমান হতে হয়।

৩. দুই ইটের মাঝখানে ২-৩ সুতা পরিমাণ ফাঁক রাখতে হয়।

৪. দুই ইটের মাঝের ফাঁকা জায়গায় ভালোভাবে মসলা দিতে হয়।

৫. দেয়ালের খাড়া মাপ ঠিক রাখতে হয়। সে জন্য মিস্ত্রি যে পাশে দাঁড়ান, সেটাকে সোল হিসেবে ধরতে হয়।

৬. ৫ ইঞ্চির দেয়াল এক দিনে সর্বোচ্চ তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট গাঁথুনি দেওয়া যাবে।

সাটারিং

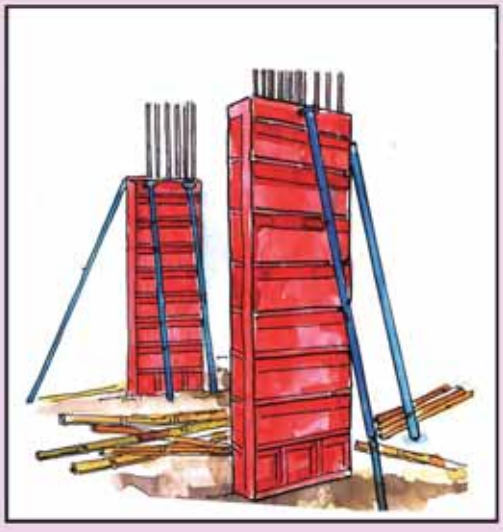

মসলা দিয়ে ঢালাই দেওয়ার আগে কাঠামো তৈরি করতে হয়। কাঠ, বাঁশ ও লোহা দিয়ে কাঠামো তৈরি করা হয়।

এই কাঠামো তৈরিকে সাটারিং বলা হয়। সাটারিং তৈরি ও অপসারণ করার সময় মনে রাখতে হবে-

১. কাঠ, বাঁশ সঠিক সাইজে মেপে কাটা হয়েছে।
২. কাঠ-বাঁশের চেয়ে স্টিল সাটারিং ব্যবহার করা ভালো।
৩. কলামের সাটারিং ৭২ ঘণ্টা পর খুলতে হয়। ছাদের সাটারিং ২১-২৮ দিন পর খুলতে হয়।
৪. সময়ের আগে সাটারিং খোলা যাবে না।
৫. সাটারিং খুলতে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। তাই সাবধান হতে হবে।

ব্লক ও কভারিং

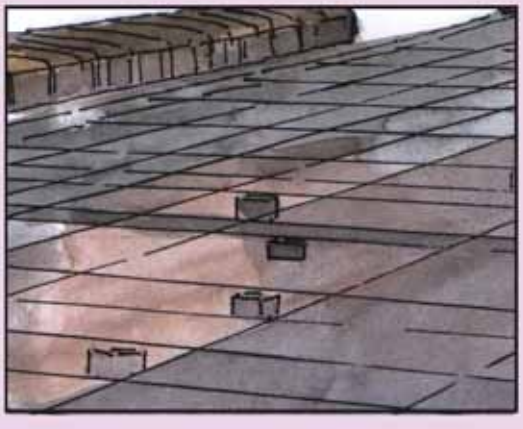

রড খোলা জায়গায় থাকলে মরিচা ধরে, শক্তি কমে যায়। ঢালাইয়ের জন্য রড দিয়ে কাঠামো তৈরি করা হয়। রডের কাঠামো সঠিকভাবে বসানোর জন্য ব্লক ব্যবহার করা হয় এবং তা দিয়ে কভারিং করা হয়।

প্লাস্টার

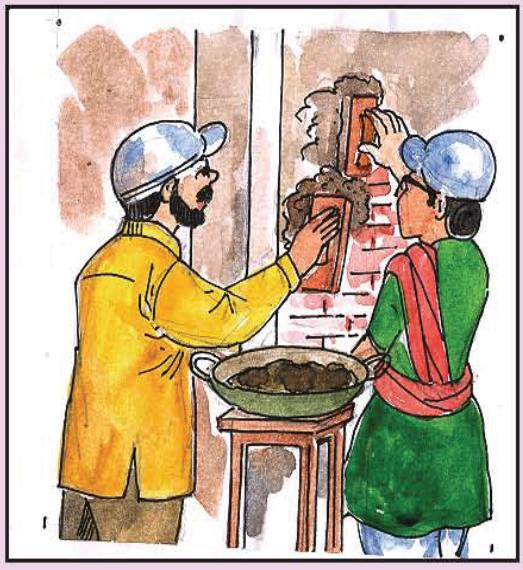

বাড়ির দেওয়াল ও ছাদ মসলা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। একে প্লাস্টার বলা হয়। বালি, সিমেন্ট ও পানি দিয়ে প্লাস্টারের মসলা তৈরি করা হয়। প্লাস্টার করার সময় মনে রাখা দরকার-

১. বালু চালনি দিয়ে চালতে হবে।
২. দেওয়াল বা ছাদ পানি দিয়ে ভিজাতে হবে।
৩. দেওয়াল প্লাস্টারের মসলাতে ৬ ভাগ বালি ও ১ ভাগ সিমেন্ট দিতে হবে।
৪. ছাদ-এর সময় ৪ ভাগ বালি ও ১ ভাগ সিমেন্ট দিতে হবে।
৫. প্লাস্টার করার সময় দেয়ালের উপরের দিক থেকে প্লাস্টার করে নিচের দিকে আসতে হয়।

কিউরিং

ঢালাই করার পর তা রেখে দিতে হয়। ধীরে ধীরে ঢালাই জমাটবদ্ধ হয়। মসলা তৈরিতে পানি দেওয়া হয় ঢালাই শক্তিশালী করার জন্য। এই পানি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। পানি সময়ের আগে শুকিয়ে গেলে শক্তি কমে যায়। তাই ঢালাই দেওয়া অংশকে ১৪-২৮ দিন পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এই কাজকে কিউরিং করা বলে। ছাদ ২৮ দিন এবং দেওয়াল ১৪ দিন পর্যন্ত কিউরিং করতে হয়।

রডের কাজ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা

আগের দিনে দালান তৈরি হতো ইট, চুন, সুরকি ও কাঠের কড়িবর্গা দিয়ে। সে জায়গা দখল করেছে সিমেন্ট ও রড। সিমেন্ট ও রড দালানকে টেকসই ও মজবুত করে। বাজারে বিভিন্ন ধরনের রড কিনতে পাওয়া যায়। গোলাকৃতি মসৃণ ও অমসৃণ রড দেখা যায়। আবার মোচড়ানো রডও আছে। রড বিভিন্ন গ্রেড অনুযায়ী পাওয়া যায়; যেমন-৪০, ৫০, ৬০ গ্রেড রড। রড খোলা জায়গায় রাখলে মরিচা ধরে, শক্তি কমে যায়।

রড সোজা করা, কাটা ও বাঁকা করা

দালান বাড়ির ছাদ, ভিত্তি, কলাম ও বীমে রড ব্যবহার করা হয়। সে জন্য বাজার থেকে রড এনে প্রথমে তা সোজা করতে হয়। পরে প্রয়োজন মতো কাটা ও বাঁকা করানো হয়। হাতুড়ি ও জয়েস্ট দিয়ে এই কাজ করতে হয়। হ্যামার, ছেনি ও ইলেকট্রিক কাটার দিয়েও রড কাটা হয়।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

আমরা যে জায়গায় বাস করি, যেখানে কাজ করি সে জায়গাগুলো নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন। নিরাপদ পরিবেশ আমাদের সুস্থ ও ভালো রাখে। আশেপাশের সবাইকেও তা ভালো রাখতে সহায়তা করে। আমরা যদি কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার কথা ভাবি, তাহলে প্রথমে আসে নিজের নিরাপত্তার কথা। এজন্য কাজের সময় হেলমেট পরতে হবে, পায়ে জুতা পরতে হবে, উঁচুতে কাজ করার সময় সেফটি বেল্ট বাঁধতে হবে। প্রতিবেশি ও পথচারির কথা বিবেচনা করে চট দিয়ে দালান ঘিরে রাখতে হবে, রাস্তার উপরে শেড দিতে হবে এবং বিদ্যুতের সংযোগ ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। দুর্ঘটনা যেহেতু বলে কয়ে আসে না, তাই নির্মাণ স্থানে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স রাখা উচিত।

উপকরণ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও অন্যান্য দলিলপত্রে দেশের কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। এজন্য সাক্ষরতাপ্রাপ্ত ও অল্প লেখাপড়া জানা মানুষের অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ দক্ষ ও সফল জনসম্পদে পরিণত হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের অব্যাহত শিক্ষাচর্চা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে বর্তমানে নানা প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের ফলে মানুষ উপকৃতও হচ্ছেন। তবে সকল কর্মজীবী মানুষের পক্ষে সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। তাদের জন্য প্রয়োজন বিকল্প কোনো ব্যবস্থা, যাতে তারা নিজে নিজেই দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। এ চাহিদা বিবেচনা করেই উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় লেদ মেশিনের গল্পকথা, সুইং মেশিন চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, রাজমিস্ত্রি ও রডমিস্ত্রি : সহজ যে কাজ শিখতে পারি, পাওয়ার টিলার চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে চারটি নির্দিষ্ট দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ প্রকাশিত হলো। এ চারটি উপকরণের মাধ্যমে সাক্ষরতা কোর্স সমাপনকারী ও ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের পাঠ-অভ্যাস তৈরির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা এসব কাজে তাদের বিদ্যমান দক্ষতাকে শানিত করতে পারবেন। একই সঙ্গে এসব কাজে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা বাজার উপযোগী দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, চাকরির বাজার এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের চাহিদা বিবেচনা করেই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং এ সম্পর্কিত কাজের ইংরেজি নাম এসব উপকরণে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজন ও পরিচালনাসহ উপকরণ উন্নয়নের নানা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এসব উপকরণ পড়ে ও ব্যবহার করে পাঠক উপকৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।

আসুন, নিয়মিত বই পড়ি, প্রয়োজন উপযোগী দক্ষতা অর্জন করে নিজে স্বাবলম্বী হই। সকলে মিলে সাক্ষর ও স্বনির্ভর দেশ গড়ে তুলি।

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

আমরা এই বই থেকে রাজমিস্ত্রি ও রডমিস্ত্রির কাজের সাধারণ ধারণা পেলাম। এ ধারণা কাজে লাগিয়ে একজন দক্ষ মিস্ত্রির তত্ত্বাবধানে কাজ শিখলে সহজে বেশি মজুরিতে কাজ পাওয়া সম্ভব। তবে আমরা যদি আরও দক্ষতা লাভ করতে চাই কিংবা কাজে যোগদানের আগে হাতেকলমে কাজ শিখতে চাই, তাহলে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। সকলের সুবিধার্থে কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য দেওয়া হলো:

- হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
  দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
- বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার
  দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
- মাইস-কারিতাস
  পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬
- বাংলা জার্মান সম্প্রীতি
  ১/১৭, ব্লক-বি, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
- জেলাভিত্তিক টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার

এছাড়াও আরো বহু প্রতিষ্ঠান এসব কাজে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। সারা দেশেই কোনো না কোনো দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বা তাদের শাখা রয়েছে। সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিতে পারি।